দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ . 08. FEB. 2016 . . .
পৃষ্ঠা ...২৩... কলাম ...২......

বাঘায় এক নামে দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান!

বাঘা (রাজশাহী) সংবাদদাতা

বাঘায় সভাপতি-সম্পাদকের দ্বন্দ্বের কারণে একই নামে চলছে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে গড়া দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যার রেজিস্ট্রেশন নম্বরও এক। দ্বন্দ্বের কারণে গত ৫ বছরেও এমপিওভুক্ত হয়নি ওই দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এরফলে একদিকে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। অপরদিকে মানবেতর জীবন যাপন করছে দুই প্রতিষ্ঠানের ২৭ জন শিক্ষক-কর্মচারী। ২০১০ সালে বাঘা উপজেলার তেথুরিয়া বাজারের সন্নিকটে সমাজ সেবা মন্ত্রণালয় থেকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর (৮৮০/১০) নিয়ে প্রত্যাশা সংস্থা একটি একটি ভাড়া বাড়িতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়। ওই প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া হয় "বাক শ্রবণ ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়"।

এই সংস্থার সভাপতি হন মজিবুর রহমান রুজদার এবং সাধারণ সম্পাদক রাজু আহাম্মেদ। পরে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলে রুজদার রহমান তেথুরিয়া বাজারের উত্তরপাশে স্কুলের নামে ১০ কাঠা জমি দান করে এবং স্থানীয় এমপির পিতার মাধ্যমে ফলক উন্মোচন করে চালু করেন নতুন বিদ্যালয়। সভাপতি মজিবুর রহমান যে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কাগজে-কলমে ৬৫ জন। তবে নিয়মিত ৪০ জন উপস্থিত হয় বলে দাবি করেছেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক সুন্দরী খাতুন। সেখানে শিক্ষক রয়েছে ৩ জন এবং কর্মচারী ২ জন। সম্প্রতি ওই প্রতিষ্ঠানে আরো ৩ জন শিক্ষক-কর্মচারী আবশ্যক বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পিতা সমাজ সেবক শাসসুদ্দিন।

পক্ষান্তরে সাধারণ সম্পাদক রাজু আহাম্মেদ ভাড়া বাড়িতে যে প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন সেখানে কাগজে-কলমে মোট শিক্ষার্থী পাওয়া গেছে ১৪৯ জন। এখানে প্রতিদিন প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী উপস্থিত হয় বলে দাবি করেছেন ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক সাইদুর রহমান। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর পিতা সমাজ সেবক শাসসুদ্দিন বলেন, প্রতিবন্ধীরা খুবই অবহেলিত। তাদের নিয়ে ভাড়া বাড়িতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না। আমি ওই দুই প্রতিষ্ঠানের কাগজ যাচাই-বাছাইয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানিয়েছিলাম। তিনি গত বছরের আগস্ট মাসে তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন দিয়েছেন। সেখানে প্রত্যাশা সংস্থার সভাপতি হিসাবে পরিচালক রুজদার রহমানের কাগজ (রেজিস্ট্রেশন-৮৮০/১০) সঠিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বিধি মোতাবেক উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। যার সত্যতা স্বীকার করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হামিদুল ইসলাম।